দৈনিক বাংলা

তারিখ ·25·FEB·1997 … পৃষ্ঠা · ৩ কলাম …

কল্যাণ তহবিল গঠনের নামে লাখ লাখ টাকা আদায়

উৎকোচের বিনিময়ে স্কুলে নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরা।- কোন প্রকার মান বিচার ছাড়াই নগদ অংকের টাকার বিনিময়ে সাতক্ষীরার বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের অভিযোগ উঠেছে। এই সুযোগে এক শ্রেণীর পুস্তক ব্যবসায়ী তাদের বইয়ের ওপর বাড়তি মূল্য চাপিয়ে দিয়ে লুফে নিয়েছে মোটা অংকের টাকা। একই সুযোগের অংশীদার হয়েছে জেলার কিছুসংখ্যক শিক্ষকও।

জানা গেছে, বোর্ড নির্ধারিত বই-পুস্তক ছাড়াও বিদ্যালয়সমূহে বেশ কিছুসংখ্যক সাহায্যকারী পুস্তক তালিকাভুক্ত করার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। প্রকাশকরা প্রতিবছরই ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ছাড়াও নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য সাহায্যকারী পুস্তক প্রকাশ ও বাজারজাত করে থাকেন। এসব বইয়ের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজী ব্যাকরণ এবং কিছু বাংলা ও ইংরেজী দ্রুতপঠন। বাজারজাত বহুসংখ্যক বইয়ের মধ্য থেকে এগুলি বাছাই-য়েরও নিয়ম রয়েছে। সরকার অপেক্ষাকৃত মান উচ্চ উচ্চ বই তালিকাভুক্ত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

এদিকে প্রকাশিত বইয়ের গুণাগুণ বিচার না করেই তা টাকার বিনিময়ে তালিকাভুক্ত করা নিয়ে সাতক্ষীরার বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের বই এবার টাকার প্রতিযোগিতার মুখে টিকে থাকতে পারেনি। ফলে বিদ্যালয়সমূহে নিম্নমানের বই ধরানো হয়েছে। আর এই নিম্নমানের বই অভিভা-বকমহলকে চড়ামূল্য দিয়ে কিনতে হচ্ছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, সাতক্ষীরা জেলার দুই শতাধিক বিদ্যালয়ে অভিন্ন সাহায্যকারী পুস্তক তালিকাভুক্ত করার জন্য এবারও জেলা শিক্ষক সমিতি উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে সমিতির কয়েকজন নেতাকে নিয়ে পৃথক একটি টীম গঠন করা হয়। জানা গেছে, চলতি বছরের শুরুতেই টীম নেতারা ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য প্রতিটিতে দুটি করে মোট ছয়টি বাংলা ও ইংরেজী দ্রুতপঠন নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেন। উক্ত টীমের আহবানে সাতক্ষীরা, খুলনা ও যশোরের প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ীরা

অভিযোগে প্রকাশ, পুস্তক নির্বাচনী টীম এবার শিক্ষকদের কল্যাণ তহবিল গঠনের নামে নির্বাচিত ছয়টি দ্রুতপঠন বাবদ দুই লাখ টাকা আদায় করেছে। টীম নেতারা জানান, আদায়-কৃত এই টাকা শিক্ষকদের অবসর, অসুস্থতা, জীবনহানি কিংবা অন্য কোন আপৎকালীন সময়ে ব্যয় করা হবে। জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কর্মরত প্রায় সাড়ে তিন হাজার শিক্ষক কর্মচারীই এই টাকার মালিক বলে তারা উল্লেখ করেন। অপরদিকে, অনেকগুলি বিদ্যা-লয়ের শিক্ষক কল্যাণ বিল গঠনে আগ্রহ প্রকাশ করলেও অর্থের বিনিময়ে মান নিম্ন বই নির্বা-চনের বিরোধিতা করেছেন।

জানা গেছে, নির্বাচনী টীম ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য গল্প কুসুম ও আইডিয়াল স্টোরিজ, সপ্তম শ্রেণীর জন্য গল্প প্রসূন ও প্লিজ্যান্ট প্রোজ এবং অষ্টম শ্রেণীর জন্য চিরায়ত গল্প ও সুইট স্টোরিজ দ্রুতপঠনসমূহ নির্বাচন করে। সাতক্ষীরার গ্রন্থবিতান ও কপিলমুনির সারদা লাইব্রেরী তাদের এই ছয়টি দ্রুতপঠন বাবদ দু'লাখ টাকা কর্মকর্তাদের হাতে দিয়েছেন। সাতক্ষীরা শিক্ষক সমিতি ইতিমধ্যেই এসব দ্রুতপঠনের তালিকা জেলার সকল বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেছে। সমিতি নির্বাচিত এই দ্রুতপঠন সকল বিদ্যালয়ে ধরাবারও নির্দেশ দিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষক সমিতির কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, নির্বাচনী টেন্ডারের সময় সপ্তম শ্রেণীর গল্প প্রসূনের দাম লেখা ছিল ১৮ টাকা। অথচ টেন্ডারের পর বাজারে ছাড়া ওই একই বইয়ের গায়ে লেখা হয় ২৪ টাকা। মূল্যের এই প্রতারণামূলক হেরফের ঘটিয়ে অন্যান্য বাংলা ইংরেজী দ্রুতপঠনের দামও বেশী করে লেখা হয়েছে। মূল্য হেরফেরের এই বাড়তি মুনাফার টাকাই পুস্তক ব্যবসায়ীরা শিক্ষকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এ জন্য প্রত্যক্ষ ক্ষতির শিকার হচ্ছেন অভিভাবকমহল।

এদিকে সপ্তম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ 'জাতীয় ভাষা বাংলা ও রচনা সংকলন'-এর প্রচ্ছদ নাম পরিবর্তন করে খেয়ালখুশিমত 'আধুনিক বাংলা ভাষা ও রচনা' নামকরণ করার একটি ঘটনা ফাঁস হয়ে গেছে। এই পুস্তকের ভেতর পাতায় সম্পাদক হিসাবে নতুন নাম বসিয়ে বাজারজাত করা হয়েছে। অন্যান্য কয়েকটি পুস্তকের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগে প্রকাশ।

অপরদিকে থানা শিক্ষক সমিতি সাতক্ষীরা সদর থানাসহ জেলার সাতটি থানার বিদ্যা-লয়সমূহের জন্য বাংলা ব্যাকরণ ও ইরেজী ব্যাকরণ বাবদ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এবারও পৃথক পৃথকভাবে টাকা আদায় করেছে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কলারোয়া থানার শিক্ষক সমিতি দেড় লাখ টাকা, সাতক্ষীরা সদর সমিতি দেড় লাখ টাকা, আশাশুনি সমিতি এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা, কালীগঞ্জ সমিতি পঁয়ষট্টি হাজার টাকা এবং শ্যামনগর থেকে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করেছে। তালা ও দেবহাটা থেকেও থানা পর্যায়ের শিক্ষক সমিতি একই পরিমাণ অর্থ আদায়ের আয়োজন করছে। ১৯৯৬ সালে পুস্তক নির্বাচন করেও সমিতিগুলি মোটা অংকের অর্থ আদায় করে।

চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য একই সাহায্যকারী বাংলা ও ইংরেজী ব্যাকরণ প্রকাশ করা হলেও এবার তারও পরিবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষক সমিতি ও পুস্তক ব্যবসায়ীদের যুগপৎ লাভের লক্ষ্যে এবার সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য পৃথক বই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এতেও অভি-ভাবকমহল আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছে।

নাম-পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক সমিতিভুক্ত বহু শিক্ষক অভিযোগ করেন যে শিক্ষক কল্যাণ তহবিল গঠনের নামে কয়েকজন শিক্ষক নেতা সুবিধা গ্রহণ করছেন। গত কয়েক বছর ধরে এভাবে টাকা আদায় করা হলেও তা দিয়ে শিক্ষক কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়নি কেন তা নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলেছেন। তারা অভিযোগ করেন, কথিত টেন্ডারের মাধ্যমে ছাড়াও কয়েকজন অসাধু প্রধান শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নগদ টাকা এবং মূল্যবান ব্যবহার্য দ্রব্য আদায় করেছেন। আবার বই ধরিয়ে দেয়ার নাম করেও কোন কোন প্রধান শিক্ষক অনেক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আগাম টাকা নিয়ে তা হজম করেছেন। এসব অভিযোগকারী শিক্ষকরা বই নির্বাচনের টাকায় কল্যাণ তহবিল গঠনকে গরু মেরে জুতা দানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিক্ষক সমিতির কিছু নেতার এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে শ্যামনগর থানা শিক্ষক সমিতির সভাপতি মমতাজউদ্দিন পদত্যাগ করার হুমকি দিয়েছেন। সাতক্ষীরা সদর ও তালা থানার কয়েকজন শিক্ষক অভি-যোগ করেন যে ব্যাংকে মাসিক বেতন তুলতে আসার সময় সমিতির কয়েকজন নেতা নির্বাচিত বই তাদের বিদ্যালয়ে নেবার জন্য জোর চাপ দিয়েছেন। এসব বই না নিলে তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতনভাতা বন্ধ করে দেয়ারও হুমকি দেয়া হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেন। কলারোয়া এবং আশাশুনির কয়েকজন শিক্ষক টেন্ডারকালে লেখা বইয়ের দাম পরে বাড়ানোর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তোলেন। এ ব্যাপারে সমিতির নেতারা বইতে কিছু থাক বা না থাক তাতে কিছুই আসে– যায় না বলে মন্তব্য করেন। তারা যে কোনভাবে কল্যাণ তহবিল গঠন ছাড়া ছাত্র ও অভিভাবকদের সমস্যার কথা ভাবতে রাজী নন বলে ওই শিক্ষকরা অভিযোগ করেন।

এদিকে, একাধিক পুস্তক ব্যবসায়ী দৈনিক বাংলাকে জানান, পুস্তক ব্যবসায় টিকে থাকতে হলে তাদেরও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে বইয়ের দাম বৃদ্ধি করা ছাড়া উপায় নেই। তারা আরও জানান, স্কুলে বই ধরাবার নাম করে শিক্ষক সমিতি লাখ লাখ টাকা আদায়ের ফন্দি ত্যাগ না করলে এভাবেই মান নিম্ন বই ব্যবহৃত হতেই থাকবে। অপরদিকে শিক্ষকদের এই টাকার যোগান দিতে তাদেরও মাছের তেলে মাছ ভাজার কৌশলে বইয়ের দাম বৃদ্ধি করতে বাধ্য হতে হবে। দেশের অন্যান্য জেলাগুলিতেও একই কারবার চলছে বলে তারা মন্তব্য করেন।

সাতক্ষীরার পর্যবেক্ষক মহল বইয়ের মূল্য নির্ধারণ মাত্রা বেঁধে দেয়ার দাবী জানিয়েছেন। টাকার প্রতিযোগিতায় যাতে বিদ্যালয়ে বই নির্বাচিত না হতে পারে সে জন্য তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড এবং সর্বোপরি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।